ভোরের কাগজ

তারিখ JUL 14 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

70

চট্টগ্রাম নগর ছাত্রদলের কমিটি স্থগিত ঘোষণা

চট্টগ্রাম অফিস : প্রায় ৭ বছর আগে গঠিত চট্টগ্রাম নগর ছাত্রদল কমিটির কার্যক্রম সম্প্রতি অঘোষিতভাবে স্থগিত করা হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, পুরোনো কমিটির স্থলে নতুন একটি আহ্বায়ক কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে দলীয় হাইকমান্ডের কাছে। কিন্তু দলের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কোন্দলের কারণে আহ্বায়ক কমিটি গঠন প্রক্রিয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদিকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত ১২ দফা কর্মসূচির সমর্থনে এবং কমিটি গঠন বিষয়ে গতকাল চট্টগ্রাম নগর ছাত্রদলের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সভাপতি হাবিবুন্নবী খান সোহেলের আসার কথা থাকলেও বিরোধের কারণে তিনি আসেননি বলে জানা গেছে।

নগর ছাত্রদল ও বিএনপির কয়েকজন নেতা জানান, নগর বিএনপি ও ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে দীর্ঘদিন ধরে নগর ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে নগর ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী নিষ্ক্রিয় রয়েছেন। তার ওপর সম্প্রতি ছাত্রদল নামধারী ক্যাডার সরোয়ার খুনের ঘটনায় নগর সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াসিন চৌধুরী লিটনকে বহিষ্কার, দপ্তর সম্পাদক টিংকু দাশসহ আরো কয়েকজন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সে মামলায় টিংকুসহ আরো কয়েকজন জেলে রয়েছেন। এসব ঘটনায় নগর ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে।

দলের বিভিন্ন নির্ভরশীল সূত্রে জানা যায় যে, অতিসম্প্রতি চট্টগ্রাম নগর হাইকমান্ডের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। নগর বিএনপি সভাপতি মীর নাছির সম্প্রতি সৌদি আরব যাওয়ার আগে এই প্রস্তাবিত আহ্বায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দের নাম জমা দেন বিএনপি হাইকমান্ডের কাছে এবং তিনি এই আহ্বায়ক কমিটিকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য জোর লবিংও করেন বলে জানা গেছে। কিন্তু বিএনপি ও নগর ছাত্রদলের কিছু প্রভাবশালী নেতা এতে জোর প্রতিবাদ জানানোতে আপাতত নগর ছাত্রদল কমিটিকে স্থগিত করা হয়েছে। পাশাপাশি আহ্বায়ক কমিটি গঠনও পিছিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম মহানগরীর ৬টি থানার মধ্যে শুধুমাত্র কোতোয়ালি থানায় ছাত্রদলের একটি সাংগঠনিক কমিটি রয়েছে। অন্য পাঁচটি থানায় কোনো কমিটি নেই। নিয়মানুযায়ী প্রতি ২ বছর পর পর সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি ঘোষণা করার কথা। কিন্তু ১৯৯২ সালের কমিটির পর নগর ছাত্রদলে আর কোনো সম্মেলন বা কমিটি হয়নি।